দোয়া

লেখক
সম্মানিত শায়খ ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম
মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

দোয়া

বইটি ডাউনলোড করতে বারকোডটি স্ক্যান করুন:



a-alqasim.com

দোয়া

লেখক

সম্মানিত শায়খ ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ

আল কাসেম

মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপর। অতঃপরঃ

মানুষ ও জিন জাতিকে আল্লাহই তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের প্রতি আল্লাহর দয়ার অন্তর্ভুক্ত যে, তিনি বিভিন্ন রকমের ইবাদতের ব্যবস্থা দিয়েছেন। কোনটি অন্তরের ইবাদত যেমন: তাওয়াক্কুল করা ও আল্লাহকে ভয় করা। আবার কোনটি বাহ্যিক ইবাদত যেমন: নামাজ ও যাকাত। আর এসব ইবাদতের মূল ও শ্রেষ্ঠাংশ হচ্ছে 'দোয়া'। দ্বীনের মধ্যে এর গুরুত্ব বিশাল। তাই দোয়ার গুরুত্ব, এর প্রতি উৎসাহ প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণ ও দোয়ার আদব বর্ণনায় অনেক দলিল প্রমাণ এসেছে।

দোয়া এমন একটি ইবাদত যা থেকে বান্দারা কোন অবস্থায়ই মুক্ত থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি তার দোয়ায় একনিষ্ঠ হয় এবং তাতে নবী সাঃ-এর সুন্নাতের অনুসারী হয়; বস্তুত সে এর মাধ্যমে একটি বিশাল ইবাদত পালন করল এবং তার দোয়া কবুল হওয়ার অধিক হকদার। পক্ষান্তরে যার পদস্খলন ঘটে ও আল্লাহর কাছে দোয়া করতে ত্রুটি করে বা তাতে সীমালঙ্ঘন করে অথবা গাইরুল্লাহর প্রতি তার হৃদয় সম্পৃক্ত হয়; তাতে সে যেন বিশাল একটি ইবাদত পালনে ত্রুটি করল। ফলে তার বাসনা পূরণ হবে না এবং সে আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হবে।

দোয়ার গুরুত্ব এবং এর প্রতি বান্দাদের প্রয়োজনীয়তার কারণে; এ কিতাবে আমি কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেছি যার মূল কথা হল:

একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট দোয়া করা যাবে না। আর এ কিতাবটির নামকরণ করেছি ((দোয়া))।

আল্লাহর নিকট কামনা করছি, তিনি যেন এটাকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন ও তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী বানান।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার ও সকল সাহাবীর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষন করুন।

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম

মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

২০ শে সফর, ১৪৪৪ হিজরীতে আমি এ বইটির কাজ সমাপ্ত করেছি।

ইখলাছের সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য আমল করাই ইসলাম ধর্মের মূলকথা

আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানব জাতির সূচনালগ্ন থেকে সমাপ্তিলগ্ন পর্যন্ত তাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের বার্তা নিয়েই সকল নবীগণ দুনিয়াতে আগমন করেছেন এবং তার নিশান রাসূলগণ সবাই বহন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ﴾

[নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।] সূরা আলে-ইমরান: ১৯।

ইসলাম হল 'ইখলাছের সাথে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা। আল্লাহকে প্রতিপালক, একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক ও অন্যদের অস্বীকার করতঃ তাঁকে একক উপাস্য হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং অন্তর ও মস্তিষ্ককে তাঁর অভিমূখী করার নাম'।

এটাই হচ্ছে আমাদের পিতা ইবরাহীম আঃ-এর শির্কমুক্ত একনিষ্ঠ মিল্লাত বা আদর্শ। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

[তারপর আমি আপনার প্রতি ওহী করলাম যে, আপনি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করুন; এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।] সূরা আন-নাহাল: ১২৩।

ইসলাম হল আকীদা ও শরয়ী বিধিবিধান, ইলম ও আমল এবং সুস্ত বিশ্বাসের আলোকে বাহ্যিক আচার-আচরণের সমষ্টি।

আর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" হল ইসলামের মূলভিত্তি এবং এটি ইসলাম নামক প্রাসাদের সুরম্য গম্বুজ সদৃশ যাতে তার পূর্ণতা ও সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে, এটিই তার সূচনা ও সমাপ্তি এবং তার কারণ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

উক্ত কালেমার শব্দের সাথে তার অর্থের সম্পর্ক এমন, যেমন রূহের সাথে শরীরের সম্পর্ক। রূহবিহীন শরীর দ্বারা যেমন কোন উপকার অর্জিত হয় না, তেমনি কালেমার মর্ম উপলব্ধি ব্যতীত শুধু শব্দ উচ্চারণকারীকে তা কোন উপকার দেয় না।

এটা এমন বাক্য যা গোটা দ্বীনকে শামিল করে। কাজেই যে ব্যক্তি কালেমার অর্থ জেনে-বুঝে পাঠ করল, এর দাবী অনুযায়ী আমল করল এবং এর হকসমূহ পূরণ করল; সে মূলত তাওহীদের বাস্তবায়ন করল। আর যে ব্যক্তি তাওহীদকে বাস্তবায়ন করল যেমনভাবে আল্লাহ তা আবশ্যক করেছেন, সে বিনা হিসাবে ও আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

একমাত্র আল্লাহকে ডাকার উপর ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত

আর বান্দার তাওহীদের উপর অবিচল থাকার সঠিক প্রমাণ এবং সৃষ্টিকারী আল্লাহর একক বিশেষণে বিশেষিত হওয়ার মযবুত দলিল হল; শুধুমাত্র আল্লাহকে ডাকা এবং তিনি ব্যতীত অন্যকে না ডাকা। নবী সাঃ বলেছেন: (**যখন কোন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে।**) সুনানে তিরমিযি[১]।

আল্লাহকে এককভাবে ডাকা ব্যতীত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। আর এ বার্তাসহ তিনি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেছেন।

বান্দাদের দ্বারা এ দ্বীনকে বিজয়ী করা আল্লাহ পছন্দ করেন, যদিও তাতে দ্বীনবিরোধীরা নাখোশ হয় না কেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَٱدۡعُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾

[সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। যদিও কাফিররা অপছন্দ করে।] সূরা গাফির: ১৪।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন স্ব-জাতির নিকট এ ঘোষণা প্রদানের জন্য যে,তাঁর রিসালাতের মূলভিত্তি দোয়ায় এককভাবে আল্লাহকে ডাকার উপর প্রতিষ্ঠিত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَدۡعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِهِۦٓ أَحَدٗا﴾

[বলুন, আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি এবং তাঁর সঙ্গে কাউকেই শরীক করি না।] সূরা আল-জিন: ২০।

---

(১) হাদিস নং (২৫১৬), ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত।

অহংকারবশে যে এক আল্লাহকে ডাকে না তার শাস্তি

যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ আল্লাহর কাছে দোয়া করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তাকে তিনি জাহান্নাম ও লাঞ্ছনার ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

[নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।] সূরা গাফির: ৬০।

যার অন্তর আল্লাহকে এককভাবে ডাকতে অপছন্দ করে এবং সৃষ্টিজীবকে ডাকা ব্যতীত তৃপ্ত হয় না; এটা তার গোমরাহি এবং আখেরাত বিমুখতার লক্ষণ। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُ ٱشۡمَأَزَّتۡ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ﴾

[আর যখন শুধু এক আল্লাহর কথা বলা হয় তখন যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়।] সূরা আয-যুমার: ৪৫। অর্থাৎ: তাদের অন্তর আস্বীকার করে ও অহমিকা দেখায় এবং ইবাদত ও দোয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর এক হিসেবে মেনে নেয় না।

দোয়া-ই ইবাদত

অন্তরসমূহ বা মানুষের উপর আল্লাহর আরোপিত প্রতিটি ঈমানী অবস্থানের জরুরী অনুসঙ্গ হল দোয়া।

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ইবাদতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মর্মকথা হল দোয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি সালাত, সিয়াম, হজ সম্পাদন অথবা দান-সাদকা করল প্রকারান্তে বাহ্যিকভাবে সে তাঁর রবের আহ্বানকারী।বান্দাকর্তৃক তাঁর ইবাদত, তাঁর নিকট অবনত হওয়াও একমাত্র তাকেই ভালবাসা এ আহ্বান করে যে, যেন সে তার রবের নিকট ইবাদতগুলো কবুল হওয়ার জন্য প্রার্থনা করে এবং তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জনের প্রত্যাশা করে।

সুতরাং ইবাদতের মূল, শ্রেষ্ঠাংশ ও হাকীকত হল দোয়া। রাসূল সাঃ বলেছেন: (**নিশ্চয় দোয়া-ই হল ইবাদত।** অতঃপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন **"আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব"** ।) মুসনাদে আহমদ[১]।

(১) হাদিস নং (১৮৪৩২), নুমান বিন বাশির রাঃ হতে বর্ণিত।

এক আল্লাহর নিকটে দোয়া করার গুরুত্ব

দোয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ও তার বিরাট মর্যাদার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাব সূচনা করেছেন দোয়ার মাধ্যমে। তিনি বলেন:

﴿ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ﴾

[আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।] সূরা আল-ফাতিহা: ৬। আর তাঁর কিতাব সমাপ্ত করেছেন দোয়ার বাক্য সম্বলিত সূরা আল-ফালাক ও আন-নাস এর মাধ্যমে।

আল্লাহ তায়ালা কখনো দোয়াকে দ্বীন হিসেবে নামকরণ করে বলেছেন:

﴿فَٱدۡعُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾

[সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাক তাঁর দ্বীনে একনিষ্ঠ হয়ে।] সূরা গাফির: ১৪।

আবার কখনো ইবাদত হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾

[আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।] সূরা গাফির: ৬০।

একমাত্র আল্লাহকে ডাকা ঈমানের লক্ষণ

দোয়াতে এক আল্লাহর ইখলাছ অবলম্বন করা পূর্ণ ঈমানের আলামত, দৃঢ় বিশ্বাসের দলিল, নাজাতের মাধ্যম এবং বিজয় ও সফলতার অসীলা। এটি আম্বিয়ায়ে কেরাম ও মুমিনদের প্রতীক।

সুতরাং দোয়াতে এক রবকে আহ্বানকারী ব্যক্তিই প্রকৃত ইবাদতকারী এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ রাস্তার সঠিক পরিচয় লাভকারী। দোয়া হল শক্তিশালী স্তম্ভ যার নিকট মুসলিমগণ আশ্রয় নেয় এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল যেখানে অসহায় ও মুখাপেক্ষীরা অবস্থান নেয়।

আর বিপদাপদ ও দুর্যোগ মূলত বান্দাকে তার রবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তাকে হাত ধরে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নিকট দোয়া করার পথে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا ﴾

[আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডেকে থাকে।] সূরা ইউনুস: ১২।

একমাত্র আল্লাহই দোয়ায় সাড়া প্রদানকারী

আমাদের মহান রবকে প্রতিটি মুহূর্তে ও সর্বাবস্থায় এককভাবে ডাকতে হবে; তিনি এমন সৃষ্টিকারী যিনি কোন বিষয়ে অপারগ নন, এমন সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী যিনি সবকিছুর উর্দ্ধে অবস্থান করেন, রিযিক তাঁরই হাতে এবং কাউকে কোন কিছু দেয়া বা না দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই।

পূর্ণতা, সৌন্দর্য্য এবং মহত্বের গুণাবলীসমূহ এমন উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত যা তাঁর থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অসীলা করে তাঁর নিকট চাইবে, তিনি তাকে তার কাঙ্খিত বস্তু দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾

[আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৮০। তিনি কাছে বা দূরের সবার দোয়া সমানভাবে শুনতে পান; তিনি তাঁর নিকট আবেদনকারী ও ইবাদতকারীর অতি নিকটে। যে তাঁর নিকট নিজের প্রয়োজন ও অভাব পেশ করে, তিনি তার প্রয়োজন ও অভাব মিটিয়ে দেন। তিনি বলেন:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

[আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তখন বলে দিন যে, নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই।] সূরা আল-বাকারা: ১৮৬।

তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক যাকে কেউ ডাকলে তার প্রয়োজন থেকে তিনি উদাসীন নন ও তার বিপদ দূর করতেও অক্ষম নন।

﴿ هُوَ ٱلۡحَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾

[তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। কাজেই তোমরা তাকেই ডাক, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।] সূরা গাফির: ৬৫। একমাত্র তাঁরই দোয়ার হকদার হওয়ার মাঝে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, তিনিই একমাত্র সত্য আর তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকলে তা কবুল হয় না।

﴿ لَهُۥ دَعۡوَةُ ٱلۡحَقِّۖ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيۡءٍ ﴾

[সত্যের আহ্বান তাঁরই। যারা তাকে ছাড়া আহ্বান করে অপরকে তারা তাদেরকে কোন সাড়া দেয় না।] সূরা আর-রাদ: ১৪।

তাঁর দান বিবেককে অবাক করে, তাঁর উদারতা বুদ্ধিকে বিস্মিত করে; তিনি অল্প ভাল কাজের বিনিময়ে অগণিত কল্যাণ দান করেন।

যে তাঁর প্রশংসা করে ও উত্তমরূপে তাঁর নিকট চায় তাকে তিনি অঢেল দান করেন। তিনি ঐ ব্যক্তির বড় গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন যার দ্বীন ও তাওহীদ বিশুদ্ধ হয় এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না। এ মর্মে হাদিসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন: (**যে ব্যক্তি আমার সাথে কোন কিছু শরীক করা ব্যতীত পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে মিলিত হবে** -অর্থাৎ তার গুনাহসমূহ পৃথিবী পরিপূর্ণ বা প্রায় পূর্ণ হবে-, **আমি তার সাথে অনুরূপ পরিমাণ ক্ষমাসহ মিলিত হব।**) সহীহ মুসলিম[১]।

(১) হাদিস নং (২৬৮৭), আবু যার রাঃ হতে বর্ণিত।

নবীগণ একমাত্র আল্লাহর নিকটেই দোয়া করতেন

সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় যে তাঁর নিকট অধিক পরিমাণে চায় ও মিনতি করে। বান্দার ঈমান, তার দ্বীনের ব্যাপারে উপলব্ধি ও রবের সাথে সম্পর্ক যত বৃদ্ধি পাবে, সর্বাবস্থায় দোয়ার প্রতি তার আগ্রহ তত বৃদ্ধি পাবে। রাসূল সাঃ বলেছেন: (**তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার প্রতিটি অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে তার রবের নিকট প্রার্থনা করে, এমনকি তার জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে তাও যেন তাঁর নিকটে চায়।**) সুনানে তিরমিযি[১]।

শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: "নবীগণ ও তাদের অনুসারীবৃন্দ সর্বদাই আল্লাহর নিকট তাদের দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করতেন। এমন কে আছে যার আল্লাহর নিকট প্রার্থনার প্রয়োজন নেই? অতঃপর বান্দার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার রবের নিকট চাওয়া, আর রবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বান্দার ডাকে সাড়া দেয়া। সুতরাং যেব্যক্তি ধারণা করবে যে, তার স্বীয় রবের নিকট প্রার্থনার প্রয়োজন নেই সে তাঁর ইবাদতের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে।[২]"

নবীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কোন অবস্থায় আল্লাহর নিকট অধিক পরিমাণে দোয়া করা।

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَـٰشِعِينَ﴾

(১) হাদিস নং (৩৬০৪-৮), আনাস বিন মালেক রাঃ হতে বর্ণিত।
(২) আর্‌রাদ্দ আলাশ শাযেলী: (পৃঃ ৫৭)।

[তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, আর তারা আমাকে ডাকত আগ্রহ ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট ভীত-অবনত।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৯০।

যাকারিয়া আঃ-এর অন্তরে সন্তান লাভের আগ্রহ জাগে। ফলে তিনি তার রবের নিকট সৎ বংশ কামনা করে দোয়া করেন এবং স্বীয় রবের প্রশংসা করে বলেন: [আপনিই তো দোয়া শ্রবণকারী।] অতঃপর তিনি মেহরাবে গিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে যান। তখনি ফেরেশতা এসে তাকে তার বার্ধক্য ও দুর্বল অস্থি হওয়া সত্ত্বেও তার ঔরসজাত নবীর সুসংবাদ দেন।

নূহ আঃ-এর সম্প্রদায় তাকে অমান্য ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ ﴾

[তখন তিনি তার রবকে আহবান করে বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি অসহায়, অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন।] সূরা আল-কামার: ১০। ফলে আল্লাহ তায়ালা মহাপ্লাবন দিয়ে তার অনুসারী ব্যতীত পৃথিবীর সকলকে ডুবিয়ে দিলেন।

আল্লাহ তায়ালা আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তারা ছিল একত্ববাদী কতিপয় যুবক। তারা জেনেছিল যে, এককভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করাই তাঁর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন। তখন তারা স্বজাতির কাছে গিয়ে বলল:

﴿ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِۦٓ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًا شَطَطًا ﴾

[আমাদের রব আসমানসমূহ ও জমিনের রব। আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ হিসেবে ডাকব না; যদি ডাকি তবে তা হবে খুবই গর্হিত কথা।] সূরা আল-কাহ্ফ: ১৪।

সকাল-সন্ধ্যা ও শেষ রাতে দোয়া করা মুমিনদের অযীফা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴾

[তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে দূরে থাকে, তারা তাদের রবকে ডাকে আশঙ্কা ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।] সূরা আস-সাজদা: ১৬।

যারা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে ডাকে ও আমলে একনিষ্ঠ হয়, তাদের সাথে বসতে আল্লাহ তায়ালা নবী সাঃ-কে নির্দেশ দিয়েছেন।

﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ﴾

[আর আপনি নিজেকে ধৈর্যের সাথে রাখবেন তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যা ডাকে তাদের রবকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।] সূরা আল-কাহফ: ২৮।

এক আল্লাহকে ডাকার উপকারিতা

দোয়ার উপকারিতা বিশাল এবং তার কল্যাণ ব্যাপক। এর মাধ্যমে জীবিত-মৃত সকলেই উপকৃত হয় এবং এর বরকত দোয়াকারী ও যার জন্য দোয়া করা হয় উভয়েই লাভ করে।

এটি অন্যান্য মাধ্যমের মতই একটি ফলপ্রসূ মাধ্যম। বান্দা তার রবকে ডাকে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তা কবুল করা হয়। সুতরাং দোয়া বিপদ দূর করে(যদি তা পূর্ব হতে আল্লাহর ইলমে নির্ধারিত থাকে), কল্যাণ আনায়ন করে এবং (আল্লাহর অনুমতিতে) ধ্বংস থেকে মুক্তি দেয়।

কাজেই সকল বিষয় আল্লাহর পক্ষ হতে এবং তাঁর নিকটই ফিরে যায়। এতে মাখলুকের কোন হাত নেই।

আল্লাহর নিকট একনিষ্ঠ দোয়া উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, যা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সমকক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী, শরীক, সাহায্যকারী, উপাস্য ও প্রতিপালককে অবশিষ্ট রাখেনা। এর মাধ্যমেই প্রার্থনাকারী আল্লাহর বান্দায় পরিণত হয়। ফলে এককভাবে তাঁর নিকট ইচ্ছা, সম্মান, ভালবাসা, ভয় ও আশা ব্যক্ত করে। আনন্দ ও দুঃখের সময় তাঁর সাথেই অন্তরকে সম্পৃক্ত করে। স্বচ্ছল ও বিপদের সময় তাকেই ডাকে।

রবের একত্বে বিশ্বাসীর একটি আলামত

যে ব্যক্তি তার তাওহীদের প্রকৃত অবস্থা জানতে চায় সে যেন লক্ষ্য করে যে, সে কাকে ডাকছে? যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে সে-ই তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আর যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকে সে-ই শির্কে নিমজ্জিত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾

[আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তো তার রবের নিকটেই রয়েছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না।] সূরা আল-মুমিনূন: ১১৭।

রাসূলগণ তাদের নিকট দোয়া করতে কাউকেই নির্দেশ দেননি

পূর্ণতা ও গৌরব একমাত্র আল্লাহরই। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় এবং কেবলমাত্র তাঁর মহত্বের সাথেই প্রভুত্বের গুণ মানানসই।

মানুষ যতই উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন হোক না কেন তাদের মধ্যে কেউ সামান্যতমও দোয়ার যোগ্য নয়।

যে ব্যক্তি নগণ্য প্রাণীও সৃষ্টি করতে পারে না সে মোটেও ইবাদত বা দোয়ার হকদার হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥ﴾

[তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ লক্ষ্যে তারা সবাই একত্রিত হলেও।] সূরা আল-হজ্জ: ৭৩।

আল্লাহ তায়ালা মানুষদের মধ্য থেকে অনেক রাসূল মনোনীত করেছেন এবং তাদেরকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই প্রভুত্বের দাবী করেননি অথবা মানুষকে তাদের নিকট দোয়া করতে নির্দেশ দেননি বা এমন কাজে তারা সন্তুষ্টও হননি। আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِذۡ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ءَأَنتَ قُلۡتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيۡنِ مِن دُونِ ٱللَّهِۖ قَالَ سُبۡحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنۡ أَقُولَ مَا لَيۡسَ لِي بِحَقٍّ﴾

[আর আল্লাহ যখন বলবেন, হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার

মাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? সে বলবে, আপনি পবিত্র মহান, যার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য শোভনীয় নয়।] সূরা আল-মায়েদা: ১১৬। তারা কিভাবেই বা এমন দাবী করবেন অথচ নিজেরাই রোগ-বালাই, দুর্বলতা ও অক্ষমতার সম্মুখীন হয়েছেন; তাদের মধ্যে কেউ নিহত, কেউ রোগাক্রান্ত, আবার কেউ যাদুগ্রস্থও হয়েছেন! তারা মানুষ ছিলেন এবং পানাহার করতেন। কাজেই যে খাদ্যগ্রহণ ছাড়া চলতে পারে না সে কিভাবে ইলাহ হতে পারে?!

বরং সৃষ্টির সেরা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল, তার মুখমন্ডল রক্তাক্ত করা হয়েছিল(১), তিনি ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গিয়ে এক পার্শ্বে আঘাতপ্রাপ্ত হন -অর্থাৎ: চামড়া ছিলে যায়-, এবং এ কারণে তিনি বসে নামাজ আদায় করেছেন(২)।

(১) সহীহ বুখারী: (২৯১১), সহীহ মুসলিম: (১৭৯০), সাহল বিন সাদ রাঃ হতে বর্ণিত।
(২) সহীহ বুখারী: (৬৮৯), সহীহ মুসলিম: (৪১১), আনাস বিন মালেক রাঃ হতে বর্ণিত।

গায়রুল্লাহর কাছে দোয়া করা জগতের সবচেয়ে বড় অপরাধ

গায়রুল্লাহর কাছে দোয়া করা একটি মহা অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿ وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

[আর আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবেন না, যা আপনার উপকারও করে না, অপকারও করে না। কারণ এটা করলে আপনি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।] সূরা ইউনুস: ১০৬।

আর এর সবচেয়ে মারাত্মক ধরণ হল: আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে নানা মাধ্যম স্থাপন করা। শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: (মানুষের জন্য নবীগণের মধ্য থেকে কেউই এ প্রথা চালু করেননি যে, তারা মৃত বা অনুপস্থিত সৎ ব্যক্তি ও ফেরেশতাদের নিকট দোয়া বা শাফায়াত চাইবে। বরং এ কাজ শির্কের মূল; কেননা মুশরিকরা এদেরকে শাফায়াতকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মহান আল্লাহ বলেন: [আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহের ইবাদত করে যারা তাদের কোন উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।] সূরা ইউনূস: ১৮।)[১]

আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডাকা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপ। ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: (আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন পাপটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন: **তুমি আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থির**

(১) কায়েদা আযীমা: (১/১২১)।

করবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।) সহীহ বুখারী ও মুসলিম[১]।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে তাঁর সাথে ডাকে, তাকে তিনি শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। এ মর্মে তিনি বলেছেন:

﴿ فَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُعَذَّبِينَ ﴾

[অতএব আপনি অন্য কোন ইলাহকে আল্লাহর সাথে ডাকবেন না, ডাকলে আপনি শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।] সূরা আশ-শুআ'রা: ২১৩। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: (বস্তুত এর দ্বারা তিনি যেন অন্যদেরকে সতর্ক করে বলছেন: 'তুমি আমার নিকট সম্মানিত সৃষ্টি; কাজেই তুমি যদি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে শাস্তি দিব।')[২]

সালাত, রুকু, সাজদা শরীয়তসিদ্ধ করা হয়েছে এবং যমীনে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে শুধুমাত্র এককভাবে আল্লাহকে ডাকার জন্য, অন্য কাউকে ডাকার জন্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا ﴾

[আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। কাজেই আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।] সূরা আল-জ্বিন: ১৮।

(১) সহীহ বুখারী: (৪৪৭৭), সহীহ মুসলিম: (৮৬)।
(২) তাফসীরে বাগাভী: (৩/৪৮০)।

মৃত ব্যক্তি তার নিকট দোয়াকারীর কথা শুনতে পায় না

দোয়াকারী একমাত্র স্রষ্টাকে ডাকবে, তার মত কোন সৃষ্টিকে ডাকবে না এবং তার মত কোন বান্দার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡ فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ﴾

[আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে আহবান কর তারা তো তোমাদেরই মত বান্দা। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাক, অতঃপর তারা যেন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৯৪।

কবরবাসী তার নিকট দোয়াকারীর দোয়া শুনতে পায় না যদিও তাকে প্রভুত্বের আসনে উন্নীত করা হয় না কেন। অনুরূপভাবে সে তার নিকট সাহায্যপ্রার্থীর জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখে না যদিও তার মধ্যে ইলাহী বৈশিষ্ট্য রয়েছে মর্মে দাবী করা হয় না কেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ * إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡ﴾

[আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না।] সূরা ফাতির: ১৩-১৪।

মৃতরা নিজেদেরকেই সাহায্য করতে অক্ষম। কাজেই এটা অসম্ভব যে তারা অন্যদেরকে সাহায্য করবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَطِيعُونَ نَصۡرَكُمۡ وَلَآ أَنفُسَهُمۡ يَنصُرُونَ﴾

[আর আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং তারা তাদের নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৯৭।

মৃতকে আহ্বানকারী দৃঢ়ভাবে জানে যে, সে শুনে না ও উপকারও করতে পারে না

বস্তুত গাইরুল্লাহকে আহ্বানকারী জানে যে, সে যাকে ডাকছে সে তার কথা শুনে না ও তার উপকারও করতে পারে না। ইবরাহীম আঃ স্বীয় জাতিকে তাদের মূর্তি সম্পর্কে বলেন:

﴿ قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُونَكُمۡ إِذۡ تَدۡعُونَ ۞ أَوۡ يَنفَعُونَكُمۡ أَوۡ يَضُرُّونَ ۞

قَالُواْ بَلۡ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفۡعَلُونَ ﴾

[যখন তোমরা ডাক তখন তারা কি তোমাদের সে ডাক শুনতে পায়? অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে? তারা বলল, না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি।] সূরা আশ-শু'আরা: ৭২-৭৪।

ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: (অর্থাৎ: তারা স্বীকার করেছে যে, তাদের মূর্তীগুলো এসবের কিছুই করতে পারে না। বরং তারা তাদের পূর্বপুরুষদেরকে এরূপ করতে দেখেছিল।)[১]

(১) তাফসীর ইবনে কাসীর: (৬/১৪৬)।

মৃতের নিকট দোয়া করা কেবল কষ্ট ও দ্বীন বিনষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়

যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে ডাকে ও তার নিকটে উপকার চায় বা অকল্যাণ থেকে রেহাই কামনা করে; সে তার দ্বীন বিনষ্টের পাশাপাশি ক্লান্তি ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন:

﴿ يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ ۞ يَدۡعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقۡرَبُ مِن نَّفۡعِهِۦۚ لَبِئۡسَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَلَبِئۡسَ ٱلۡعَشِيرُ ﴾

[সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোন অপকার করতে পারে না আর তার কোন উপকারও করতে পারে না; এটাই চরম পথভ্রষ্টতা! সে এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কতইনা নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কতই না নিকৃষ্ট এই সঙ্গী!] সূরা আল-হজ্জ: ১২-১৩।

দোয়াকারীর মাখলুকের শরণাপন্ন হওয়া এবং জীবিত ও মৃতদের কাছে সহযোগিতা কামনা করা; বস্তুত নিজের নফসকে লাঞ্ছিত করার শামিল। ইমাম আহমাদ রহঃ বলেন: (হে আল্লাহ! অন্যের সিজদা করা হতে যেমন আমার চেহারাকে রক্ষা করেছেন, তেমনি আপনি ব্যতীত অন্যের কাছে চাওয়া থেকে আমার চেহারাকে হেফাযত করুন। আপনি ছাড়া কেউ অকল্যাণ দূর করতে ও কল্যাণ আনতে পারে না।)[১]

(১) জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম: (১/৪৮১)।

বিপদমুক্তির জন্য যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ তাকে এর চেয়েও বড় বিপদ দিয়ে শাস্তি দেন।

যে বান্দা গাইরুল্লাহকে ডাকে অথবা তার হৃদয় অন্যের দ্বারস্ত হয় বা রবকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হতে শয়তান যাকে কুমন্ত্রণা দেয়; সে এমন বিপদ ও কষ্টে পতিত হবে যা তাদের অক্ষমতা, দুর্বলতা ও হীনতা প্রকাশ করে দিবে যাদেরকে সে ডাকে। আল্লাহ বলেন:

﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ * بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾

[বলুন, তোমরা আমাকে জানাও, যদি আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হয় বা তোমাদের কাছে কিয়ামত উপস্থিত হয়, তবে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? না, তোমরা শুধু তাকেই ডাকবে, তোমরা যে দুঃখের জন্য তাকে ডাকছ তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের সে দুঃখ দূর করবেন এবং যাকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করতে তা তোমরা ভুলে যাবে।] সূরা আল-আন'আম: ৪০-৪১।

যে ব্যক্তি জানবে যে, রাজত্বের মালিক কেবলই আল্লাহ এবং তিনি সৃষ্টিকুলের মুখাপেক্ষী নন; সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে উপকার লাভের বিষয়ে নিরাশ হয়ে যাবে এবং একমাত্র আল্লাহর নিকটই আশাবাদী হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾

[বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা আসমানসমূহে অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, যমীনেও নয়। আর এ দুটিতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সহায়কও নয়।] সূরা সাবা: ২২।

গাইরুল্লাহকে আহ্বানকারীর মৃত্যুকালীন অবস্থা

গাইরুল্লাহর ইবাদতকারীর নিকট যখন মৃত্যু উপস্থিত হবে, তখন সে তার কৃতকর্মকে অস্বীকার করবে।মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا۟ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ ﴾

[যাদের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতাগণ তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করা অবস্থায়; তখন তারা আত্মসমর্পণ করবে।] অর্থাৎ তারা পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে বলবে-: [আমরা কোন মন্দ কাজ করতাম না।] সূরা আন-নাহাল: ২৮।

যখন মানুষের মৃত্যু সংঘটিত হবে তখন প্রত্যেকের চক্ষুদয়ের সামনে থেকে পর্দা সরে যাবে, মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করবে যা থেকে সে উদাসীন ছিল। ফলে সে নিশ্চিতভাবে সৃষ্টিজীবের অক্ষমতা প্রত্যক্ষ করবে, আর যাদেরকে তারা উপাসনা করত, এদের থেকে তাদের সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেখবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓا۟ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا ﴾

[অবশেষে যখন আমাদের ফেরেশতাগণ জান কবজের জন্য তাদের কাছে আসবে, তখন জিজ্ঞেস করবে, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায়? তারা বলবে, তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়েছে।] সূরা আল-আ'রাফ: ৩৭। অর্থাৎ তারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে ফলে আমরা তাদের থেকে কোন উপকার ও কল্যাণ প্রত্যাশা করি না।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকে, আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন এবং তিনি তাকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী করবেন। রাসূল সাঃ বলেছেন: (**যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তাঁর সমকক্ষ স্থাপন করতঃ মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে যাবে।**) সহীহ বুখারী ও মুসলিম[১]।

(১) সহীহ বুখারী: (৪৪৯৭), সহীহ মুসলিম: (৯২), আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত।

গাইরুল্লাহর নিকট দোয়া করা শয়তানের পছন্দ

দোয়া হল একটি শক্তিশালী ইবাদত, যার মাধ্যমে এক আল্লাহতে বিশ্বাসী বান্দা অন্যের উপর বিজয় লাভ করে।

আর এটা হল বান্দার দ্বীন ধ্বংস করার জন্য শয়তানের নিকট সবচেয়ে সহজ প্রবেশদ্বার। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: "মৃতদের কাছে অভাব অভিযোগ পেশ করা, তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তাদের অভিমুখী হওয়া বিশ্বের শিরকের উৎসমূল"(১)।

একজন মুসলিম তার অন্তর, ইবাদত, আচার-আচরণ ও লেনদেন একমাত্র তার রবের জন্য স্থির রাখে। সে তার জ্ঞান, ইচ্ছা, মনোবাসনা এবং ভালবাসায়স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য করে। সে জানতে পারে উভয়ের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে; ফলে সে একের অধিকার ও মর্যাদা অন্যকে দেয় না।

সুতরাং ইবাদত, দোয়া, ভয় ও কল্যাণ প্রত্যাশা মহান রব আল্লাহর নিকটেই করতে হবে।

আর সৎ মানুষদেরকে ভালবাসতে হবে, নেককাজে তাদের অনুসরণ করতে হবে, তাদের মান-সম্মান রক্ষা করতে হবে এবং উত্তম প্রশংসা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ
ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

(১) মাদারিজুস সালেকীন: (১/৩৫৩)।

[কাজেই আপনি একনিষ্ঠ হয়ে নিজ চেহারাকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আল্লাহর ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি বা দ্বীন ইসলাম) যার উপর চলার যোগ্য করে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।] সূরা আর-রুম: ৩০।

তাওহীদ মানুষের সবচেয়ে দামী সম্পদ

বান্দাকে সবচেয়ে মূল্যবান যা প্রদান করা হয়েছে তা হল: তার রবকে একক হিসেবে স্বীকার করে নেয়ার জ্ঞান এবং তাকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে তা হল মৃত্যু অবধি তাওহীদের উপর অবিচলতা। বিশুদ্ধভাবে তাওহীদের সামান্য অংশ লালন করলেও তা তাকে জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া থেকে মুক্তি দেবে। আর পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ লালন করলে তাকে জাহান্নামে প্রবেশে বাধা দেবে।

শয়তানের অসংখ্য কলা-কৌশল ও সন্দেহ-সংশয় রয়েছে যা দ্বারা সে বান্দাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। বান্দা যে কোন সন্দেহ-সংশয়ের সম্মুখিন হোক না কেন তাতে উক্ত সংশয়ের অনুগামী হওয়ার প্ররোচনা নিহিত থাকে। শয়তান তাকে সন্দেহ-সংশয়ে বিশ্বাস করার প্রতি আহ্বান করতে থাকে।

সুতরাং যে ব্যক্তি নিরাপদ থাকতে চায় সে যেন কুরআন তেলাওয়াত-চর্চা ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তার তাওহীদ ও ঈমানকে সংরক্ষণ করে এবং নিজেকে সন্দেহ-সংশয়ের স্থানগুলো থেকে দূরে রাখে।

আমরা আল্লাহর কাছে উপকারী জ্ঞান, সৎ আমল ও একনিষ্ঠ দোয়া কামনা করছি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার ও সকল সাহাবীর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

সূচীপত্র

ভূমিকা ৬
ইখলাছের সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য আমল করাই ইসলাম ধর্মের মূলকথা ৮
একমাত্র আল্লাহকে ডাকার উপর ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ১০
অহংকারবশে যে এক আল্লাহকে ডাকে না তার শাস্তি ১১
দোয়া-ই ইবাদত ১২
এক আল্লাহর নিকটে দোয়া করার গুরুত্ব ১৩
একমাত্র আল্লাহকে ডাকা ঈমানের লক্ষণ ১৪
একমাত্র আল্লাহই দোয়ায় সাড়া প্রদানকারী ১৫
নবীগণ একমাত্র আল্লাহর নিকটেই দোয়া করতেন ১৭
এক আল্লাহকে ডাকার উপকারিতা ২০
রবের একত্বে বিশ্বাসীর একটি আলামত ২১
রাসূলগণ তাদের নিকট দোয়া করতে কাউকেই নির্দেশ দেননি ২২
গায়রুল্লাহর কাছে দোয়া করা জগতের সবচেয়ে বড় অপরাধ ২৪
মৃত ব্যক্তি তার নিকট দোয়াকারীর কথা শুনতে পায় না ২৬
মৃতকে আহ্বানকারী দৃঢ়ভাবে জানে যে, সে শুনে না ও উপকারও করতে পারে না ২৮
মৃতের নিকট দোয়া করা কেবল কষ্ট ও দ্বীন বিনষ্ট ছাড়া আর কিছু নয় ২৯
বিপদমুক্তির জন্য যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ তাকে এর চেয়েও বড় বিপদ দিয়ে শাস্তি দেন। ৩০
গাইরুল্লাহকে আহ্বানকারীর মৃত্যুকালীন অবস্থা ৩২
গাইরুল্লাহর নিকট দোয়া করা শয়তানের পছন্দ ৩৩
তাওহীদ মানুষের সবচেয়ে দামী সম্পদ ৩৫
সূচীপত্র ৩৬

‘তালিবুল ইল্‌ম’ প্রকাশনা ও বিতরণ সংস্থা
০৫০৬০৯০৪৪৮





এ কিতাবে আপনি পড়ুন:

- দোয়া একটি বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অতি জরুরী বিষয় এবং দোয়ায় ইখলাছ অবলম্বনে বান্দার একত্বাবাদের পরিমাণ প্রকাশ পায়।
- আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের কাছ থেকে এটা পছন্দ করেন যে, তারা যেন সর্বদা তাঁর নিকটে দোয়া করে, আর যে ব্যক্তি অন্যের নিকট দোয়া করে তার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হন।
- একমাত্র আল্লাহর কাছে দোয়া করা রাসূলগণের নীতি এবং আল্লাহর অলী নেককারদের পথ।
- জীবিত বা মৃত যেকোন গায়রুল্লাহর নিকট দোয়া করা শির্ক, আর দোয়াকারী তা থেকে কোন ফায়দা পায় না।
- জগতের সবচেয়ে জঘন্য গোনাহ হল আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডাকা।
- আল্লাহর তাওহীদই বান্দার সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর যে ব্যক্তি দোয়ায় শির্ক করে, সে তাওহীদকে বিনষ্ট করে।

مترجم بالبنغالية

مؤسسة طالب العلم للنشر والتوزيع: ٠٥٠٦٠٩٠٤٤٨

ردمك: